দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...JAN. 16. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম ১ ......

৩৭

মূর্তির পায়ের নীচে কোরআনের আয়াত ছাপানোর প্রতিবাদ অব্যাহত

ইসলামী ভার্সিটিতে কোরআনের অবমাননাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে চরম মূল্য দিতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণী অর্চনা আমন্ত্রণপত্রে সরস্বতী দেবীর মূর্তির পায়ের নীচে পবিত্র কোরআনের আয়াত-সম্বলিত মনোগ্রাম মুদ্রিত হওয়ায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান ও সভা-সমাবেশ অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে কোরআন অবমাননার ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, অন্যথায় সরকারকে চরম মাসুল দিতে হবে।

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে মূর্তির পায়ের নীচে পবিত্র কোরআনের আয়াত ছাপানোর ধৃষ্টতা প্রদর্শনের অপরাধে ভিসি কায়েস উদ্দিন ও সংশ্লিষ্টদের কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন।

গতকাল জুমার নামাজ-পূর্ব খুতবার বয়ান দানকালে তিনি ঐ দাবী জানান। মাওলানা উবায়দুল হক বলেন, এমনিতেই আমাদের সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর ইসলামকে কটাক্ষ করে নতুন নতুন ইস্যু ও ফেৎনা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূজা অনুষ্ঠান এবং আমন্ত্রণপত্রে আল্লাহর কালামকে অপমানিত করে নতুন ইস্যু সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি সংশয় প্রকাশ করে বলেন, সরকার কি ঘুমিয়ে আছে? নাকি সরকারের জ্ঞাতসারেই এসব হচ্ছে। তিনি বলেন, এ ধরনের ধৃষ্টতা মুসলমানরা বরদাশত করবে না। তিনি মুসল্লী এবং জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, কোরআন ও ইসলাম অবমাননাকারী, গণতন্ত্রের দুশমন ও ব্যর্থ সরকারের পতনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি কায়েস উদ্দিন সরস্বতী দেবীর পায়ের নীচে কোরআনের আয়াত-সম্বলিত মনোগ্রাম ছাপিয়ে এ দেশের মুসলমানদের ঈমানের উপর আঘাত করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। গতকাল বাদ জুমা পুরানা পল্টনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে পবিত্র কোরআনের অবমাননা করার প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখছিলেন। ঢাকা মহানগরীর আমীর এটিএম আজহারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট শেখ আনসার আলী,

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইসলামী ভার্সিটিতে কোরআনের অবমাননা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এডভোকেট জসিম উদ্দিন সরকার, মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাছুম, এডভোকেট মসিহুল আলম। এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা ইসলামী চেতনাও মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করে দেয়ার নীল নক্সারই একটি অংশ। পরে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে কোরআনের অবমাননা করার প্রতিবাদে গতকাল বাদ জুমা বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটে সম্মিলিত ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ভিসি কায়েস উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করে গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। অন্যথায় ২৫ জানুয়ারী সকাল ১১টায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান থেকে বিক্ষোভসহ প্রেসিডেন্টের কাছে স্মারকলিপি প্রদান এবং বঙ্গভবনের সম্মুখে অবস্থান করে। পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মিছবাহুর রহমান চৌধুরী। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খুল হাদিস মাওলানা আতাউর রহমান, ব্যারিস্টার সৈয়দ লুৎফর রহমান, হাফেজ মাওলানা মজিবুর রহমান।

ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনী বলেছেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্বলিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামের উপরে মূর্তির ফটো দিয়ে আজ মুসলমানদের এই বাংলাদেশে কুরআনের আয়াতের চরম অবমাননা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এর প্রতিবাদ করায় তাদের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী আখ্যা দেয়ারও ধৃষ্টতা দেখানো হচ্ছে। তিনি বলেন, এই অপকর্মের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করলে এর জন্য সরকারকে চরম মাশুল দিতে হবে। সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা উদযাপনের নামে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে মুফতী আমিনী এক বিবৃতিতে আরো বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো থেকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য নিয়ে আজ এ প্রতিষ্ঠানে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার লালবাগে বাংলাদেশ খেলাফত যুব আন্দোলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে নেতৃবৃন্দ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রে কোরআন-এর অবমাননা করায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। নগর সভাপতি এডভোকেট কমরুদ্দীনের সভাপতিত্বে এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিব মাওলানা জাফরুল্লাহ খান, খেলাফত যুব আন্দোলনের সভাপতি মাওলানা মজিবুর রহমান হামিদী, মাওলানা সাজেদুর রহমান, মাওলানা সালাহ উদ্দিন ও [illegible] শফিকুল ইসলাম।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গত ১৩ জানুয়ারী ইনকিলাবে প্রকাশিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে দাওয়াতনামায় সরস্বতী মূর্তির ছবির নীচে পবিত্র কোরআনের আয়াতবিশিষ্ট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রামের ছবিসহ সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে ছাপাখানার ভুল বলে উল্লেখ করে বিষয়টি মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কারণে দুঃখ প্রকাশ ও নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী পরিচালকের স্বাক্ষরিত ব্যাখ্যায় বলা হয়, এ ভুলের জন্য পূজা কমিটিকে তিরস্কার করে ভিসি উক্ত আমন্ত্রণপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যাখ্যায় ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল না হয় সে বিষয়ে অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাখ্যায় বিষয়টিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার আহবান জানানো হয়েছে।